الْرزاق

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ১৮তম নাম 'الْرزاق' আজকের আলোচনার বিষয়।

'الْرزاق' শব্দের মূল ر ز ق - এই মূল শব্দ থেকে ৪টি শব্দ رِزْق ,رَزِقِين ,رَزَّاق ,رَزَق পবিত্র কুরআন মাজীদে ১৩২ বার এসেছে। আল্লাহ মানুষকে রিযিক দান করেন, আল্লাহর কাছে রিজিক চাওয়া এই দুইটি অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। একবার মাত্র এসেছে। অর্থ অনেক বড় দাতা।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلرَّزَّاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ اَلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

সূরা আয যারিয়াত ৫৮ নং আয়াত -

নিশ্চয়ই রাজ্জাক (রিযিক সরবরাহকারী) তো হলেন আল্লাহ এবং তিনি মহাশক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত।

ঈসা (আ:) তার কওমের লোকদের জন্য আসমান থেকে রিযিক (খাবারে পূর্ণ মায়েদা- দস্তরখান) প্রার্থনা করেছিলেন এবং আল্লাহ দোয়া কবুল করেছিলেন।

قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ اَللَّٰهُمَّ رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ اَلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَاَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ اَلرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾

সূরা আল মায়েদা ১১৪ নং আয়াত -

ঈসা ইবনে মরিয়ম বললো: হে আল্লাহ আমাদের প্রভু! তুমি আসমান থেকে আমাদের জন্য একটি খাবারে পূর্ণ মায়েদা (দস্তরখান/ টেবিল) নাজিল করো। এটা আমাদের জন্য এবং আমাদের পূর্ব ও পরবর্তী লোকদের জন্য হবে আনন্দের কারণ এবং তোমার পক্ষ থেকে হবে একটি নিদর্শন। আর আমাদের রিযিক দান করো। কারণ তুমিই তো সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

সূরা হিজর ২০ নং আয়াত -

তাতে (পৃথিবীতে) ব্যবস্থা করে দিয়েছি তোমাদের জীবিকার এবং তাদের জীবিকার ও যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও।

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

সূরা আস্ সাবা ৩৯ নং আয়াত -

বলো: আমার প্রভূ তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন সীমিত। তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ তার প্রতিদান দেবেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

বুখারীর হাদীস :

হযরত ফাতেমা (রা:) রাসূল সাঃ এর কাছে ফরিয়াদ করলেন, তার সংসারে অনেক কাজ করতে হয় এ সম্পর্কে, রাসূল (সা:) বললেন: আমি তোমাকে এমন কিছু করতে বলছি যেটা তুমি যা চেয়েছো তার চেয়ে উত্তম। যখন তুমি রাতে নিদ্রা যাবে, سبحن الله তখন ৩৩ বার বলবে, الحمد لله ৩৩ বার পড়বে এবং الله اكبر ৩৪ বার পড়বে যেটা তোমার জন্য চাকর (গোলাম) নিয়োগ দেয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম।

আল্লাহ আর্ রাজ্জাক আমাদের রিযিক দান করে থাকেন। অন্য কারো কাছে রিজিকের জন্য হাত পাতার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর আর্ রাজ্জাক অনেক বড় দাতা। সুতরাং সেই মহান দাতার কাছেই জীবিকার অন্বেষণ করা উচিত।

আসুন, আমাদের সকল প্রয়োজনের জন্য আল্লাহর আর রাজ্জাক কে স্মরণ করি। কাউকে আল্লাহর আর রাজ্জাকের সাথে আমরা শরিক না করি। শরিক বড় অপরাধ। আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের শিরিক মুক্ত হয়ে তার ইবাদত করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।